UGC-DEB Sponsored
One Day State Level Seminar on
"Effective Governance and Leadership for Higher Education Institutions under National Education Policy, 2020"
Saturday, March 2023

Organized by the Officers of
Netaji Subhas Open University

Report

বর্তমান ভারতের শিক্ষাঙ্গনে সবচেয়ে চর্চিত বিষয় হল জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০। কারণ, দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই এই নীতি অতি দ্রুত প্রয়োগ করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গত ২৫ মার্চ, ২০২৩ সল্টলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দফতরের সেমিনার হলে 'জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-র অধীনে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যকর একটি এক দিনের রাজ্য-স্তরীয় আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হন। রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সেক্রেটারি স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, ইন্ডিয়ান পাবলিক পলিসি ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও শ্রী সুপর্ণ মৈত্র, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের মেশিন ইনটেলিজেন্স ইউনিটের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর কুন্তল ঘোষ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর কাজল দে এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অ্যাক্টিং) ডক্টর অসিতবরণ আইচ জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ নিয়ে তাঁদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করেন। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আধিকারিক এবং অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ ওই আলোচনাচক্রে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সংক্ষিপ্ত স্বাগত ভাষণে বক্তাদের পরিচয় দেন নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ ট্রার (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) শ্রীমতি অনন্যা মিত্র। জাতীয় শিক্ষানীতি যে খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং তার কার্যকর প্রয়োগ যে একটি বড় চ্যালেঞ্জ, তা ব্যাখ্যা করেন অনন্যা। তাঁর মতে, সুযোগ, ন্যায়, মান, শিক্ষাকে সামর্থ্যের মধ্যে রাখা এবং দায়বদ্ধতা— এই পাঁচটি ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে আছে জাতীয় শিক্ষানীতি। এই নীতি ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মজবুত উন্নয়নের কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ভারতকে একটা প্রাণবন্ত জ্ঞানচর্চার সমাজে পরিণত করা এবং উচ্চশিক্ষায় গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে এই নীতি তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন মহল থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-র যে সব দিকের বিরোধিতা করা হচ্ছে, সেগুলিও আলোচনায় তুলে আনেন অনন্যা। তিনি বলেন, এই নীতিতে ভারতে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ক্যাম্পাস খোলার আমন্ত্রণ জানানোর যে সুযোগ রাখা হয়েছে, তা নিয়ে সম্প্রতি প্রশ্ন তুলেছে অল ইন্ডিয়া ফোরাম ফর রাইট টু এডুকেশন। তাদের আশঙ্কা, এর ফলে ওই প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফার চাহিদা মেটাতে শিক্ষায় লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি হবে। অনন্যা জানান, আমাদের দেশে ডিজিটাল পরিসরে শিক্ষাচর্চার সুযোগ সকলের সমান নয়। এই নীতি তৈরির সময় সেই বৈষম্য দূর করার কথাও ভাবা হয়নি বলে অনেকের মত।

ওই আলোচনাচক্রে অতিথিবরণ পর্বের পরে বক্তৃতা করেন স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ। তিনি জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-র ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি ওই নীতি সম্পর্কে তাঁর আশঙ্কাগুলিও তুলে ধরেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, জাতীয় শিক্ষানীতি সফল ভাবে প্রয়োগ করতে হলে প্রত্যেকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক হতে হবে। এই নীতি বুঝিয়ে দিচ্ছে, কোনও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন পদ্ধতি আর তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এই নীতি চালু হলে ভর্তি, কোর্সের খুঁটিনাটি এবং পরীক্ষার ফল অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট বা অ্যাকাডেমিক রিপোজিটরিতে সব সময় তুলে (আপলোড) রাখতে হবে, যাতে যে কোনও শিক্ষা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান সেখান থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে।

তথ্যের স্বচ্ছতা এবং তা নিখুঁত ভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপলোড করার বিষয়ে জোর দেন স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ। তাঁর বক্তব্য, প্রতিটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত উৎকর্ষ প্রমাণ করতে হবে প্রশাসনিক ভাবে এবং তার জন্য তথ্যসংযোগ প্রযুক্তির পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ ঘটাতে হবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এই কাজটা কী ভাবে করবে, তা যে হেতু জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা নেই, ফলে এই কাজের পদ্ধতি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেই ঠিক করতে হবে।

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মনে করান, জাতীয় শিক্ষানীতিতে পড়ুয়াদের বিবিধ ডিসিপ্লিনের বিষয় একটি কোর্সের আওতায় পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যেমন কোনও পড়ুয়া চাইলে সাহিত্য তত্ত্বের সঙ্গে রসায়ন বা গণিত এবং কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে পারেন। সুতরাং, প্রতিটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই সংক্রান্ত তথ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে নিপুণ ভাবে এবং পড়ুয়া, পঠনপাঠনের বিভাগ এবং রেজিস্ট্রারের দফতরের মধ্যে সমন্বয় রাখতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষাঙ্গনে আঞ্চলিক ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের প্রশংসা করে স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ এ রাজ্যে প্রশাসনিক কাজকর্ম বাংলায় করার প্রস্তাব দেন।

তবে জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে কয়েকটি আশঙ্কাও ব্যক্ত করেন স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ। তাঁর প্রশ্ন, শিক্ষায় এক ধাক্কায় একেবারে আমূল পরিবর্তন কি খুব জরুরি ছিল? এই পরিবর্তন কি ধীরে ধীরে করা যেত না? জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এক ছাতার তলায় আনা হবে এবং একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানা সংস্থাও তৈরি হবে। এই প্রেক্ষিতে তাঁর প্রশ্ন, তা হলে ওই একটি ছাতার ভূমিকা কী হবে?

জাতীয় শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক স্বনির্ভরতার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার বেসরকারিকরণ এবং ফলশ্রুতিতে নিম্নবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার হার বাড়বে বলে স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দের

আশঙ্কা। উচ্চশিক্ষার আঙিনা থেকে ছাত্রছাত্রীদের বেরিয়ে যাওয়ার হার বাড়তে থাকলে সমাজের নৈতিক মান নেমে যাবে বলেও তিনি মনে করেন। নিম্নবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য তহবিল গড়ার পরামর্শও দেন তিনি।

আলোচনাচক্রের দ্বিতীয় বক্তা ইন্ডিয়ান পাবলিক পলিসি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও শ্রী সুপর্ণ মৈত্রর বক্তৃতার নির্যাস— উচ্চশিক্ষা সকলের জন্য নয়। এনআইটি নাগাল্যান্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুপর্ণ প্রথমে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান, বিবিধতা, সমদর্শিতা বা সাম্যবাদ, অন্তর্ভুক্তিকরণ, সামাজিক অংশগ্রহণ এবং প্রযুক্তি— এই পাঁচটি বিষয়ের সংমিশ্রণে জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এর পরেই তাঁর সংযোজ ন, গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও বা জিইআর যেন তেন প্রকারেণ বাড়াতে হবে, এমন তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী নন। এ প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, উচ্চশিক্ষায় সকলকে নিয়ে যাওয়ার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। ইতিহাস থেকে তথ্য উদ্ধার করে সুপর্ণ দেখান, আমরা শিক্ষায় বিশ্বাসী নই, শিক্ষাগত যোগ্যতা সংগ্রহে বিশ্বাসী এবং তা মূলত রোজগারের জন্য। শিক্ষালাভের ফল (লার্নিং আউটকাম) নিয়ে জাতীয় স্তরে নিয়মিত চর্চার পক্ষে সওয়াল করেন সুপর্ণ।

জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োগ ড্রপ আউট বাড়াবে বলে শিক্ষামহলের একাংশের আশঙ্কা। সুপর্ণর মতে, পড়ুয়ারা লেখাপড়ার জন্য যে সময় বিনিয়োগ করবে, সঙ্গে সঙ্গে তার উপযুক্ত ফল না পেলে ড্রপ আউট বৃদ্ধি স্বাভাবিক।

শিক্ষাবিদদের অনেকেই মনে করেন, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষায় ঢালাও বেসরকারিকরণের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। সুপর্ণর পাল্টা যুক্তি, আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বেসরকারি এবং ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের সে সব জায়গায়

পড়তে প্রচুর খরচ হয়। কিন্তু আমেরিকার ছেলেমেয়েদের অত খরচ হয় না। কারণ, ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রাক্তনীদের কাছ থেকে অনুদান পায়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক দায় থেকে সরকারের নিজেকে মুক্ত করতে চাওয়ার মধ্যে কোনও ভ্রান্তি দেখেন না সুপর্ণ। মূল্যায়ন পদ্ধতি দেখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে দুটি সংস্থা তৈরি করছে, তাও সমর্থন করেন সুপর্ণ। তবে তাঁর অভিযোগ, জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির তথ্যভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় একটি নামী সার্চ ইঞ্জিনের হাতে ওই সব তথ্য চলে যাচ্ছে, যেটা বিপজ্জনক।

আইএসআইয়ের মেশিন ইনটেলিজেন্স ইউনিটের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর কুন্তল ঘোষ অবশ্য নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তব প্রয়োগের সম্ভাবনা নিয়েই সংশয় ব্যক্ত করেন। বস্তুত, তাঁর সন্দেহ, এই নীতির পড়ুয়াদরদী কথাগুলির আড়ালে ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্য ঘাপটি মেরে রয়েছে। গত ১০ বছরে শিক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বরাদ্দের হিসাব দেখিয়ে কুন্তল ব্যাখ্যা করেন, শিক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় ব্যয় কোনও মতে জিডিপি-র তিন শতাংশ ছুঁয়েছে। ওই ব্যয় জিডিপি-র অন্তত ছয় শতাংশ না হলে জাতীয় শিক্ষানীতির বড় বড় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা অসম্ভব। ওই নীতির রূপায়ণে সরকার উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় না করলে নীতিটি মুখ থুবড়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে নিজের আইএসআইয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন কুন্তল। তিনি জানান, জাতীয় শিক্ষানীতিতে যেমন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধীরে ধীরে আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলা হয়েছে, ঠিক তেমনই আইএসআইকে-ও বলা হয়েছিল। আইএসআইয়ের একটি ইউনিট বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করেওছিল। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার তার সম পরিমাণ অর্থ আইএসআইয়ের প্রাপ্য অনুদান থেকে কেটে নেয়। এই প্রেক্ষিতেই কুন্তলের প্রশ্ন, শিক্ষা খাতে অর্থ ব্যয় করতে যে কেন্দ্রীয় সরকারের এত অনীহা, তারা কেমন করে জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণ করবে?

জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক ধাক্কায় যে কার্যত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে, তার বাস্তবায়ন নিয়েও কুন্তল সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য, সমাজে নেতৃত্বদায়ী শক্তির বা সরকারের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে শিক্ষায় তার প্রভাব পড়ে। জাত-ধর্ম-বর্ণ, নর-নারী নির্বিশেষে সকলের শিক্ষাই সেই বৈপ্লবিক রীতি অনুযায়ী হয়। কিন্তু সরকারের সেই দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে শুধু রঙিন কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে মিথ্যে স্বপ্নের জালে জনগণকে জড়ানো হয়।
জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রতিটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পঠন-পাঠন, পরীক্ষা এবং পড়ুয়াদের অগ্রগতির সব তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। হাটের মাঝখানে তথ্যকে এই ভাবে খুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য কি মহৎ? নাকি কিছু মানুষের ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই ভাবে তাঁদের হাতে তথ্যকে তুলে দেওয়া হচ্ছে? প্রশ্ন তোলেন কুন্তল।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্মরণ করা হলেও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বীরবল সাহানি, শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের নাম কেন এক বারও উল্লেখ করা হয়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কুন্তল। মেঘনাদ সাহা কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র থেকে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাংসদ হয়েছিলেন। সংসদে যাওয়ার সময় ছাত্রদের তিনি বলে গিয়েছিলেন, সদ্য স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান গবেষণা তথা শিক্ষা জগতে অবদান রাখতে হলে সংসদে গিয়ে নীতি তৈরিতে ভূমিকা নিতে হবে। তাই তিনি তাঁদের ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রসঙ্গক্রমে সেই কাহিনিটিও উল্লেখ করেন কুন্তল।

ছয়ের দশকে ভারতের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন কোঠারি কমিশন শিক্ষা নিয়ে যা যা চর্চা করেছিল, সব কিছুকে এক কথায় নস্যাৎ করে দিয়ে বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতির আচমকা উদ্ভব। এ বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন আইএসআইয়ের শিক্ষক কুন্তল।

জাতীয় শিক্ষানীতির রূপায়ণে তথ্য সংযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু ভারতের মতো দেশে সমগ্র পড়ুয়া সমাজ কি তথ্য সংযোগ প্রযুক্তির নাগাল পেয়েছে? কুন্তল দেখান, কোভিড পর্বের আগে ২০১৮ সালেই ইউরোপের বেশ কিছু দেশ এবং আমেরিকায় স্মার্টফোন ব্যবহার করত জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ। অথচ, ভারতে ২০২২ সালে জনসংখ্যার ৪৬. ৫ শতাংশের হাতে স্মার্টফোন পৌঁছেছে। কোভিড পর্বে অনলাইন ক্লাস করার জন্য বহু দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীকে সাধ্যের বাইরে গিয়েও স্মার্টফোন কিনতে হয়েছে। তার পরেও ভারত

তথ্য সংযোগ প্রযুক্তির সবচেয়ে সুলভ এই যন্ত্রটির ব্যবহারে আমেরিকা, ইউরোপের ধারেকাছে পৌঁছতে পারেনি। বস্তুত, কোভিড পর্বে ভারতে স্মার্টফোনের ব্যবহার মূলত বেড়েছে উচ্চবিত্ত পরিবারে। কুন্তল আরও দেখান, ভারতে বহু ছাত্রছাত্রীর পরিবারে একটিমাত্র স্মার্টফোন এবং তা দিয়ে ক্লাস করার জন্য ডেটা প্যাক ভরার আর্থিক ক্ষমতা তাদের নেই। অনেক ছাত্রছাত্রীর বাড়ির অন্য কোনও সদস্য স্মার্টফোন নিয়ে কাজে বেরিয়ে যান। ফলে ছাত্র বা ছাত্রীটি ওই ফোন নিয়ে ক্লাস করতে পারে না। অর্থাৎ, কুন্তলের মতে, জাতীয় শিক্ষানীতি ভারতের ছাত্রসমাজে ডিজিটাল বৈষম্য (ডিজিটাল ডিভাইড) বাড়াবে এবং এখান থেকে উদ্ধারের কোনও উপায় ওই নীতিতে বলা নেই।

জাতীয় শিক্ষানীতির প্রবক্তারা প্রায়ই আমেরিকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, সেখানে বেশির ভাগ নামী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি অর্থানুকূল্য ছাড়াই শিক্ষার উৎকর্ষ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কুন্তলের জবাব, সেখানে সরকার অত্যন্ত যত্নশীল পিতা-মাতার মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নজরে রাখে।

ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক কাজল দে-ও ওই আলোচনাচক্রে যোগ দেন। তিনি জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে এই ধরনের আলোচনাচক্রের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি ওই নীতি অনুযায়ী পাঠ্যক্রম পুনর্গঠনের কাজে হাত দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের অনুরোধ করেন।

আলোচনাচক্রের প্রশ্নোত্তর-পর্বে অংশগ্রহণকারীরা অনেকেই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেন এবং বক্তারা সেগুলির উত্তরও দেন। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ডক্টর অসিতবরণ আইচ বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ অনুযায়ী অদূর ভবিষ্যতে মুক্ত ও দূরশিক্ষা এবং অনলাইন শিক্ষার গুরুত্ব বাড়বে এবং তার ফলে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষায় আগের চেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করবে।

আলোচনাচক্রের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্গাপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য। সামগ্রিক অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাডি সেন্টার বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
DD-26, Sector-I, Salt Lake City,
Kolkata-700064, West Bengal
www.wbnsou.ac.in
UGC-DEB Sponsored
day State level Seminar on
FOR HIGHER EDUCATION
UNDER NATIONAL
NAAC

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
DD-26, Sector-I, Salt Lake City,
Kolkata-700064, West Bengal
www.wbnsou.ac.in
UGC-DEB Sponsored
day State level Seminar on
FOR HIGHER EDUCATION
UNDER NATIONAL
NAAC